যুগান্তর

তারিখ ১৩/৫/২০০১
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

যুগান্তর

রোববার ৩০ বৈশাখ ১৪০৮
Sunday, 13 May 2001

নকলের তাণ্ডব

শিক্ষাবোর্ডের নকলবিরোধী অভিযান আবারও পরাস্ত হইয়াছে। এইচএ
পরীক্ষার প্রথমদিনে দেশজুড়িয়া পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে যে চিত্র
গিয়াছে তাহা এক কথায় উদ্বেগজনক, অসহনীয় ও অস্বস্তিকর। যুগান্ত
ন্য দৈনিক পত্রিকাগুলির সরেজমিন রিপোর্ট এক ভয়াবহ পরিস্থিতির চিত্র
লিয়া ধরিয়াছে। প্রথম দিন ইংরেজি প্রথম পত্রের পরীক্ষায় নকলের দায়ে
জারেরও বেশি পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হইয়াছে। নকলে সহায়তাকারী হিসাবে
ক্ষকও বহিষ্কৃত হইয়াছেন। বরিশাল ও লক্ষ্মীপুরের মতো অন্য অনেক পরী
ন্দ্রে নকলবাজদের সহিত পুলিশের সংঘর্ষে আহত হইয়াছে অর্ধশতাধিক ব্যা
রীক্ষার্থীরা চট্টগ্রামে এক অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। অবশ্য শিক্ষাবোর্ডগু
র্তৃপক্ষ দাবি করিয়াছেন, এইবারের পরিস্থিতি উন্নত হইয়াছে। তাহারা বলিয়াছে
ন্দ্র পরিবর্তনের কারণে পরীক্ষার্থীরা নিজ কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে
রিবার সুফল পাওয়া গিয়াছে। তবে বাস্তব পরিস্থিতি তাহাদের বক্তব্যের সা
াটেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে। শুধু শহর এলাকা এবং প্রশাসনের বিশেষ কর্তৃত্বা
ন্দ্রগুলি ছাড়া সারাদেশের পরীক্ষা চিত্র প্রায় একই রকম। প্রশ্ন হইল, নকল রে
ত ঢাকঢোল পিটাইয়াও কর্তৃপক্ষ কেন পরীক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করি
ক্ষম হইলেন না? সম্ভবত কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে ঢাকঢোল পিটাইতে যত
গ্রীব ছিলেন ঠিক ততটাই উদাসীন ছিলেন এই লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা লইতে
হা না হইলে পরীক্ষা শুরুর মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যে প্রশ্নপত্র ফাঁস হইয়া যায়
রিয়া? এমন কাণ্ড ঘটিয়াছে পঞ্চগড়, বগুড়াসহ আরও অনেক জায়গাতেই। নক
াধে কর্তৃপক্ষীয় ব্যবস্থা যে অনেকটাই বায়বীয় ছিল উহার প্রমাণ পাওয়া গিয়া
ল্লার রেদোয়ান আহমেদ কলেজ কেন্দ্রে। কেন্দ্রটিতে কলেজ কর্তৃপক্ষ ১৫
তা পরীক্ষার্থীর জন্য আসন বিন্যাস করেন। অথচ পরীক্ষা শুরুর আগের দি
ঠর মাধ্যমে শিক্ষাবোর্ডের হুকুম আসে সেইখানে দুই হাজার চার
ক্ষার্থীর জন্য আসনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সেই হুকুম তামিল না করি
লজ কর্তৃপক্ষের কোনও গত্যন্তরও ছিল না। ইহাতে পরীক্ষার্থীদের যে
গান্তি হইয়াছে তেমনই পরীক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশও বিঘ্নিত হইয়াছে। এইব
চএসসি পরীক্ষার প্রথম দিনে প্রকৃতিও ছিল বৈরী। ঝড়, বৃষ্টি কিংবা দম
য়ায় বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রে বিদ্যুৎ ছিল না। উক্ত কেন্দ্রগুলিতে পরীক্ষার্থীদে
মবাতির আলোতে অথবা চার্জার জ্বালাইয়া পরীক্ষা দিতে হইয়াছে। কোন
নও কেন্দ্রে ভাঙা ছাদ দিয়া গড়াইয়া পড়া বৃষ্টির পানিতে পরীক্ষার্থী ও তাহাদে
াপত্র ভিজিয়া একাকার হইয়াছে। সকল দিক বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে
ল বন্ধে কর্তৃপক্ষের হাঁকডাক প্রকৃত অর্থেই ছিল এক ধরনের বাগাড়ম্বর
মমুক্ত, পরিচ্ছন্ন সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করিতে কোনও কার্যকর উদ্যোগই ছি
থাকিলে পরীক্ষার পূর্ব মুহূর্তে দেড় হাজার পরীক্ষার্থীর জায়গায় আড়াই হাজ
ক্ষার্থীর আসনের ব্যবস্থা করিতে হইত না। অথবা পরীক্ষা শুরুর ১০ মিনিটে
য় প্রশ্নপত্র ফাঁস হইয়া যাওয়াও সম্ভব ছিল না। এমনকি যথাযথ তত্ত্বাবধ
চলে যেসকল শিক্ষকের নকল রোধে তৎপর হইবার কথা সেইখানে তাহা
লবাজদের পৃষ্ঠপোষক হইতে পারিত না। এই রকম অসংখ্য অসঙ্গতি
বস্থাপনা আর সমন্বয়হীনতায় এক ধরনের বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে। আ
তেই নকলবাজদের পোয়াবারো হইয়াছে। পরীক্ষায় নকল বন্ধ করিতে হইে
থক সামাজিক জাগরণও দরকার। তবে গোড়ায় গলদ রাখিয়া ইহা সম্ভব নহে
লর আগ্রাসন হইতে আমাদের শিক্ষাকে রক্ষা করিতে কর্তৃপক্ষের কথা ও কাে